মধ্য-লীলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এইমত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ ২
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ৩
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্য গীত কৈল॥ ৪
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌমবিমোচন।
বৈশাখপ্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ ৫
নিজ-গণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সভারে শ্রীহস্তে ধরিয়া—॥ ৬
তোমাসভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমাসভা ছাড়িতে না পারি॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ধন্যমিতি। দয়ার্দ্রধীঃ দয়য়া আর্দ্রীভূতাধীর্ব্বুদ্ধির্যস্য সঃ যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ বাসুদেবং বাসুদেবনামানং দ্বিজং নষ্টকুষ্ঠং নষ্টং নিবারিতং কুষ্ঠং যস্যেতি তথাভূতং রূপপুষ্টং রূপেণৈব সুন্দরং শরীরং যস্যেতি তথাভূতং ভক্তিতুষ্টং ভক্ত্যা প্রেম্না তুষ্টং অন্তর্ব্বহিরানন্দো যস্যেতি তথাভূতং চকার তং ধন্যং জগজ্জন-দুঃখনাশকং চৈতন্যং নৌমি স্তৌমি। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ এই সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ এবং তদুপলক্ষ্যে বাসুদেব-নামক-বিপ্রের উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) দয়ার্দ্রধীঃ (করুণাপরবশ) [সন্] (হইয়া) বাসুদেবং (বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণকে) নষ্টকুষ্ঠং (কুষ্ঠরোগমুক্ত) রূপপুষ্টং (রূপপুষ্ট) ভক্তিতুষ্টং (ভক্তিতুষ্ট—প্রেমভক্তিযুক্ত) চকার (করিয়াছিলেন), ধন্যং (ধন্য—জগজ্জন-দুঃখনাশক) তং চৈতন্যং (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যিনি করুণাপরবশ হইয়া বাসুদেবনামা (কুষ্ঠগ্রস্ত) ভক্তকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করিয়া, রূপপুষ্ট করিয়া ভক্তিতুষ্ট অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রদান দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে নমস্কার করি। ১

প্রভুর কৃপায় বাসুদেবের কুষ্ঠরোগ কিরূপে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ১৩৩—১৩৮ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে। **নষ্টকুষ্ঠং**—নষ্ট হইয়াছে কুষ্ঠ যাহার; যাহার কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। **রূপপুষ্টং**—সুন্দর ও সুশোভন দেহবিশিষ্ট। **ভক্তিতুষ্টং**—প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া যিনি অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ অনুভব করিয়া বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

৬। নিজগণ—প্রভুর সঙ্গীয় শ্রীনিত্যানন্দাদিকে।

তুমিসব বন্ধু মোর—বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৮
এবে সভা স্থানে মুঞিঃ মাগোঁ এক দানে।
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ—যাইব দক্ষিণে ॥ ৯
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥ ১০
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবত।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবত ॥ ১১
'বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি' জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১২
শুনিয়া সভার মনে হৈল মহাদুখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে—শুকাইল মুখ ॥ ১৩
নিত্যানন্দপ্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়?।
একাকী যাইবে তুমি—কে ইহা সহয়? ॥ ১৪
এক-দুই সঙ্গে চলুক—না কর হঠরঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥ ১৫
দক্ষিণের তীর্থ-পথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু! আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ ১৬
প্রভু কহে—আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৭
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ্ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৮
নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমাসভার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ ॥ ১৯
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে—সে-ই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২০
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিনদিন আমায় নাহি কহে কথা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮। **বন্ধুকৃত্য**—বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্য। **ইহাঁ আনি** ইত্যাদি—ইহাই বন্ধুকৃত্য।

১০। **বিশ্বরূপ**—প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি প্রভুর পূর্ব্বে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২। **সিদ্ধি প্রাপ্তি**—দেহত্যাগ। সন্ন্যাসীদিগের দেহত্যাগকে সিদ্ধিপ্রাপ্তি বলে। **ছল**—বিশ্বরূপ যে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন, প্রভুও জানেন; তথাপি যে বিশ্বরূপের উদ্দেশে দক্ষিণ-দেশে যাওয়ার কথা বলিতেছেন, ইহার গূঢ় অভিপ্রায় হইয়াছে দক্ষিণ-দেশকে উদ্ধার করা।

১৪। **ঐছে কৈছে হয়**—ইহা কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ ইহা—তোমার একাকী যাওয়া—হইতে পারে না। কে **ইহা সহয়**—কে ইহা সহ্য করিতে পারে? একাকী গেলে তোমার কত কষ্ট হইবে, আমরা তাহা কিরূপে সহ্য করিব?

১৫। **না কর হঠরঙ্গে**—হঠ করিও না; জেদ করিও না।

১৭। প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—তুমি আমাকে যেরূপে চালাও, আমি সেইরূপেই চলি। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী দুই পয়ারে দিতেছেন।

১৮। **তুমি আমা** ইত্যাদি—সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রেমাবেশে রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে কৌশলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যে প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই কথাই এস্থলে বলিতেছেন। **অদ্বৈত-ভবন**—শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে।

১৯। **তোমা সবার গাঢ়স্নেহে**—গাঢ়স্নেহবশতঃ তোমরা আমার হিত করিতে যাও; কিন্তু তাতে আমার কর্ত্তব্য নষ্ট হয়।

২০। **বিষয় ভুঞ্জাইতে**—ভাল খাওয়াইতে, ভাল পরাইতে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে। **ভয়ে চাহিয়ে করিতে**—তাহার ইচ্ছামত কাজ না করিলে পাছে জগদানন্দ অসন্তুষ্ট হয়, এই ভয়ে জগদানন্দ যাহা বলে, প্রায় তাহাই আমি করি।

২১। **ইহার বাক্য**—জগদানন্দের কথা। **করিয়ে অন্যথা**—পালন না করি। **ক্রোধে**—প্রীতিজনিত রোষে; প্রেমজনিত অভিমানবশতঃ। **আমার**—আমার সঙ্গে।

মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান—ভূমিতে শয়ন ॥ ২২
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ—নাহি কহে মুখে।
ইঁহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয়ে দুখে ॥ ২৩
আমি ত সন্ন্যাসী,—দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥ ২৪
ইঁহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ ২৫
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥ ২৬

অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥ ২৭
ইঁহাসভার বশ প্রভু হয়ে যে-যে গুণে।
দোষারোপচ্ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥ ২৮
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ২৯
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩০
গুণে দোষোদ্গার-ছলে সভা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

২২। শীতের মধ্যে তিন বেলা স্নান, ভূমিতে শয়ন ইত্যাদি আমার সন্ন্যাসোচিত আচরণ দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখিত হয়।

২৪। **শিক্ষাদণ্ড ধরি**—মহাপ্রভুর কোনও আচরণ দেখিয়া যদি দুষ্টলোকের কিছু কুকথা বলার সম্ভাবনা থাকে, তবে দামোদর বাক্যদণ্ড দ্বারা মহাপ্রভুকে তদ্রূপ আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতেন। (অন্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২৫। **ইঁহার অগ্রেতে**—দামোদরের আগে (অর্থাৎ সাক্ষাতে বা বিবেচনায়)। **না জানি ব্যবহার**—কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি দামোদরের মতে কিছুই জানি না। **স্বতন্ত্র চরিত্র**—আমি যদি স্বাধীন ভাবে কখনও কোনও কর্ম্ম করি, তবে দামোদরের নিকটে তাহা ভাল লাগে না।

২৬। **লোকাপেক্ষা নাহি** ইত্যাদি—দামোদরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট কৃপা আছে বলিয়া তিনি লোকাপেক্ষার ধার ধারেন না, অর্থাৎ "এরূপ করিলে লোকে কি বলিবে," ইত্যাদি ভাবিয়া নিজের ভজনের কোন অঙ্গ—বা নিজে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা কখনও—ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ কৃপার পাত্র নহি বলিয়া লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না।

২৭। **অতএব**—তোমাদের সঙ্গে থাকিলে, আমি আমার আশ্রমোচিত নিয়মাদি রক্ষা করিতে পারি না কিম্বা স্বচ্ছন্দভাবে চলিতে পারি না বলিয়া। **তুমি সব**—তোমরা সকলে।

২৮। **দোষারোপচ্ছলে**—দোষ দেওয়ার ছলে। শ্রীনিত্যানন্দাদির মধ্যে যাহার যেগুণে প্রভু বশীভূত, দোষ দেওয়ার ছলে তাঁহার সেই গুণ বর্ণনা করিয়া প্রভু আস্বাদন করিলেন।

২৯-৩০। **অকথ্য কথন**—চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্যের কথা অবর্ণনীয়। এই অদ্ভুত ভক্তবাৎসল্যের দৃষ্টান্ত নিম্নের কয় পয়ারে এইরূপে দেখাইতেছেন ঃ—প্রভু নিজে যে বৈরাগ্য-দুঃখ সহ্য করেন, তাহাতে নিজের কোনও ক্লেশ অনুভব হয় না ; কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া ভক্তগণের যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখ প্রভু সহ্য করিতে পারেন না।

সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে ইত্যাদি—প্রভু যে শক্তিতে বৈরাগ্যদুঃখ সহ্য করেন, তাঁহার বৈরাগ্যদর্শনে ভক্তদের মনে যে দুঃখ হয়, তিনি সেই শক্তিতে সেই দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার অকথ্য-ভক্তবাৎসল্য।

৩১। **গুণে দোষোদ্গারচ্ছলে**—যে ভক্তের যেটা গুণ, সেইটাকে দোষরূপে বর্ণনা করিয়া। **সভা নিষেধিয়া**—শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গীয় সকলকে প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে যাওয়ার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিয়া। **বৈরাগ্য করিয়া**—বৈরাগ্যের আচরণ করিয়া ; সন্ন্যাসোচিত আচরণাদির পালন করিয়া। সঙ্গে কোনও অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিলে প্রভুর নিজের ইচ্ছামত সন্ন্যাসোচিত নিয়মাদি পালন করিতে পারিবেন না বলিয়াই প্রভু সকলকে নিষেধ করিলেন।

তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু—কভু না মানিল ॥ ৩২
তবে নিত্যানন্দ কহে—যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ হউক—সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৩৩
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৪
কৌপীন বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র ॥ ৩৫
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ? ॥ ৩৬
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র-বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ? ॥ ৩৭
কৃষ্ণদাস-নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহা সঙ্গে করি লহ—ধর নিবেদন ॥ ৩৮
জলপাত্র-বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর—কিছু না বলিবে ॥ ৩৯
তবে তার বাক্যে প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাঁহাসভা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌমঘরে ॥ ৪০
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সভাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল ॥ ৪১
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে—।
তোমার ঠাঞি আইলাঙ্ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৩২। **তবে**—প্রভু সকলকে নিষেধ করিলেও। **চারিজন**—শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ, এই চারিজন। **মিনতি করিল**—তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও সঙ্গে নেওয়ার নিমিত্ত। **না মানিল**—তাঁহাদের অনুনয়-বিনয় গ্রাহ্য করিলেন না।

৩৩। শ্রীনিত্যানন্দ তখন বলিলেন—"তুমি আদেশ করিয়াছ, আমরা কেহ যেন তোমার সঙ্গে না যাই; তাহাই হইবে, আমরা কেহ যাইব না। তোমার আদেশ পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য—তাতে আমাদের সুখই হউক, কি দুঃখই হউক, তাহার বিচার করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"—বস্তুতঃ ইহাই সেবার তাৎপর্য্য।

৩৬। দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলিপর্ব্বে নাম জপ করিবেন; এবং বাম-হস্তের অঙ্গুলিপর্ব্বে সেই জপের সংখ্যা রাখিবেন; সুতরাং নাম-গণনে দুই হস্তই আবদ্ধ থাকিবে; তাই তিনি জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহন করিতে পারিবেন না।

৩৭। প্রেমাবেশে পথে যখন তুমি অচেতন হইবে, তখন তোমার জলপাত্রই বা রক্ষা করিবে কে ? আর কৌপীন বহির্ব্বাসই বা রক্ষা করিবে কে ?

৩৮। তাই আমার নিবেদন—এই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া নাও; ইনি অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির ব্রাহ্মণ।

কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে কৃষ্ণদাসকেই প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনিই কালাকৃষ্ণদাস (২।১০।৬০); শ্রীনিত্যানন্দের গণভুক্ত (১।১১।৩৪)। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন লবঙ্গ-নামক সখা (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৩২।)। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আকাইহাটগ্রামে ইঁহার আবির্ভাব। ইনি দ্বাদশ-গোপালের একতম।

৩৯। **যে তোমার ইচ্ছা**—আমরা সঙ্গে থাকিলে নিজের ইচ্ছামত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না; এজন্য আমাদিগকে সঙ্গে লইতেছ না; কিন্তু এই কৃষ্ণদাস তোমাকে কিছুই বলিবে না; তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে; সুতরাং ইহাকে লইতে আপত্তির কারণ নাই।

৪০। **করি অঙ্গীকারে**—কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইয়া।

৪১। **সভাকারে মিলিয়া**—কাহাকেও নমস্কার, কাহাকেও আলিঙ্গন ইত্যাদি যথাযোগ্য ভাবে সকলকে অভিবাদন করিয়া।

৪২। **নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি**—শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে নানাবিধ কথা বলিয়া তারপরে **আজ্ঞা মাগিবারে**—দক্ষিণদেশে যাওয়ার নিমিত্ত আদেশ লইতে।

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৩
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব ॥ ৪৪
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর— ॥ ৪৫
বহুজন্ম-পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৬
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥ ৪৮
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবসকথো—না কৈল গমন ॥ ৪৯
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন ॥ ৫০
তাঁহার ব্রাহ্মণী—তাঁর নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ ৫১
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা-সমাচার ॥ ৫২
দিন-চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে ॥ ৫৩
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৪
দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালাপ্রসাদ আনি দিল ॥ ৫৫
আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলিলা গৌরহরি ॥ ৫৬
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ-গণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ ৫৭
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য গোপীনাথে—॥ ৫৮
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্রদ্বারে ॥ ৫৯
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে—।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদন ॥ ৬০
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬১
শূদ্র-বিষয়ি-জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৪৪। **তোমার আজ্ঞাতে**—তোমার আদেশের প্রভাবে; তোমার আদেশের পশ্চাতে যে শুভ-ইচ্ছা থাকিবে, তাহার বলে। **লেউটী আসিব**—(সুখে স্বচ্ছন্দে) ফিরিয়া আসিব।

৪৫। **কাতর**—প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণার আশঙ্কায় কাতর। **বিষাদ-উত্তর**—বিষাদের (বিষণ্ণতার) সহিত উত্তর।

৪৯। **শিথিল হইল মন**—তখন দক্ষিণে যাওয়ার বাসনা শিথিল হইল; অর্থাৎ তখনই যাইতে ইচ্ছা আর করিলেন না।

৫১। সার্ব্বভৌমের ব্রাহ্মণীর (স্ত্রীর) নাম ছিল ষাঠীর মাতা। ষাঠী ছিল তাঁহার কন্যার নাম; তদনুসারে তাঁহাকে ষাঠীর মাতা বলা হইত।

৫২। **আগে**—ভবিষ্যতে; মধ্যলীলার পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে।

৫৬। **আজ্ঞামালা**—শ্রীজগন্নাথের আদেশ-সূচক প্রসাদী মালা।

৫৭-৫৮। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এবং সঙ্গীয় সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীজগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন; সকলেই প্রভুর সঙ্গে চলিলেন; সমুদ্রের তীরে তীরে তাঁহারা আলালনাথের পথে অগ্রসর হইলেন।

৫৯। **তাহা প্রসাদান্ন** ইত্যাদি—সেই কৌপীন-বহির্ব্বাস আনাও এবং ব্রাহ্মণদ্বারা প্রসাদান্নও আনাও।

৬১-৬২। **অধিকারী**—বিদ্যানগরে রাজপ্রতিনিধি। **শূদ্র বিষয়ী** ইত্যাদি—রামানন্দ রায় শূদ্র বলিয়া

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৩
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দুহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৪
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি 'বৈষ্ণব' বলিয়া ॥ ৬৫
তোমার প্রসাদে এবে জানিল তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥ ৬৬
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৭
'ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥' ৬৮
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৬৯
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ? ॥ ৭০
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময় ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং উচ্চ রাজকর্ম্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে না—দর্শন দিতে অনিচ্ছা করিও না। **আমার বচনে**—আমার অনুরোধে। **মিলিবে**—দেখা দিবে।

৬৩। **রসিক**—ভক্তিরস-আস্বাদনে পটু; রসজ্ঞ।

৬৪। **পাণ্ডিত্য** ইত্যাদি—যেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, তেমনি তাঁহার ভক্তিরসাস্বাদনে পটুতা; এই দুই বিষয়ে তাঁহার সমান আর কেহ নাই। **সম্ভাষিলে**—তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেই।

৬৫। সার্ব্বভৌম যখন অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তখন তিনি পরমভাগবত রায়-রামানন্দের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে "বৈষ্ণব"-বলিয়া ঠাট্টা করিতেন; প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম এখন যেন অনুতাপের সহিতই সেকথা বলিতেছেন।

অলৌকিক—লোক-সমাজে যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না, এমন অদ্ভুত। **বাক্যচেষ্টা**—বাক্য (কথা) ও চেষ্টা (আচরণ)। **তাঁর**—রায়-রামানন্দের। **না বুঝিয়া**—মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া। **পরিহাস** ইত্যাদি—রায়-রামানন্দকে "বৈষ্ণব" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছি। বৈষ্ণবেরা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের সেবা পাওয়ার কামনা করেন; তাঁহাদের ভজনও তদনুরূপ; কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের নিকট এইরূপ ভজন একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। তাঁহাদের মতে—ঈশ্বর—সগুণ-ব্রহ্ম—হইলেন মায়িক বস্তু মাত্র, তাঁর কোনও পারমার্থিক সত্ত্বা নাই; সুতরাং তাঁর আবার উপাসনাই বা কি ? আর সেবাই বা কি ? আর নির্গুণ ব্রহ্ম—যাঁর পারমার্থিক সত্ত্বা আছে, তাঁহাতে আর জীবে তো কোনও ভেদই নাই; কে কার সেবা করিবে ? এ সমস্ত মনে করিয়া বৈষ্ণবদের শাস্ত্র-বাক্য ও আচরণ—অদ্বৈতবাদীদের নিকটে উপহাসের বিষয়মাত্র ছিল; তাই সার্ব্বভৌম যখন অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তখন তিনি রায়-রামানন্দকে "বৈষ্ণব" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

৬৬। **অঙ্গীকার করি**—সার্ব্বভৌমের অনুরোধে রায়-রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়া। **বিদায় দিতে**—বিদায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

৭০। **তাঁরে উপেক্ষিয়া**—মূর্চ্ছিত সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া।

৭১। **মহানুভবের**—মহান্ অনুভব যাঁহাদের, তাঁদের; মহাপুরুষদের। **পুষ্পসম** ইত্যাদি—মহাপুরুষদের চিত্তের স্বভাবই এই যে, সময়বিশেষে ইহা পুষ্পের ন্যায় কোমল হয়, আবার সময়বিশেষে ইহা বজ্রের ন্যায় কঠিনও হয়।

যখন কৃষ্ণকথা হয় কিম্বা যখন ভক্তগণের দুঃখ দেখেন, তখন প্রভুর হৃদয় যেন গলিয়া যায়—এস্থলে তাঁহার চিত্ত যে পুষ্পসম কোমল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার—যে সার্ব্বভৌমকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, যাঁহার

তথাহি উত্তরচরিতে (২।৭)—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥ ২

নিত্যানন্দ-প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥ ৭২
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র প্রসাদ লৈয়া তবে আইলা গোপীনাথ॥ ৭৩
সভাসঙ্গে তবে প্রভু আললনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥ ৭৪
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কথোক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাহাঁ বৈসে যত জন॥ ৭৫
চতুর্দ্দিকে লোকসব বোলে 'হরিহরি'।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥ ৭৬
কাঞ্চনসদৃশ দেহ—অরুণবসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥ ৭৭
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে—কেহো নাহি যায় ঘর॥ ৭৮
কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক—স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বজ্রাদপীতি। লোকোত্তরাণাং অলৌকিকানাং ভগবদাদীনাং চেতাংসি মনাংসি বিজ্ঞাতুং কো হি ঈশ্বরঃ সমর্থো ন কোঽপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতানি চেতাংসি বজ্রাদপি কুলিশাদপি কঠোরাণি কঠিনানি কুসুমাদপি মহাকোমলাদপি মৃদূনি কোমলানি। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুরোধে দক্ষিণযাত্রাও কয়েক দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন, সেই সার্ব্বভৌম যখন—তাঁহারই বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি (প্রভু) একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না—এস্থলে প্রভুর চিত্তের বজ্রসম কঠিনতা প্রকাশ পাইল।

শ্লো। ২। অন্বয়। বজ্রাৎ (বজ্র হইতে) অপি (ও) কঠোরাণি (কঠিন), কুসুমাৎ (পুষ্প হইতে) অপি (ও) মৃদূনি (কোমল) লোকোত্তরাণাং (লোকোত্তর ব্যক্তিদিগের) চেতাংসি (চিত্তসমূহ) কঃ হি (কে) বিজ্ঞাতুং (জানিতে) ঈশ্বরঃ (সমর্থ হয়) ?

অনুবাদ। অলৌকিক ব্যক্তিগণের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল, উহা কে বুঝিতে সমর্থ হয় ? (অর্থাৎ কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে)। ২

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত ভট্টাচার্য্যকে ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং ভট্টাচার্য্যের লোকের সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের নিজের গৃহে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

৭৩। সার্ব্বভৌমকে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি সকলে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়া প্রভুর সঙ্গী হইলেন (আলিঙ্গন দ্বারা প্রভু সার্ব্বভৌমকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রভুর সঙ্গে আসিলেন না)।

বস্ত্র-প্রসাদ—বস্ত্র (কৌপীন বহির্ব্বাস) ও মহাপ্রসাদান্ন। **তবে**—শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরে।

৭৪। তাঁরে—আলালনাথকে।

৭৫। বৈসে যতজন—আলালনাথে যতলোক থাকে, তাঁহাদের সকলে।

৭৬। কাঞ্চনসদৃশ—সোনার মত; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিয়া দেখিতে সোনার মত। **অরুণ বসন**—অরুণ (রক্ত) বর্ণ বস্ত্র (বহির্ব্বাস)। **পুলকাশ্রু** ইত্যাদি—পুলকাদি-সাত্ত্বিকভাব-সকল প্রভুর দেহে প্রকাশ পাইয়া অলঙ্কারের ন্যায় দেহের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

৭৯। গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল—শ্রীকৃষ্ণগোপাল, এই নাম কীর্ত্তন করে। **স্ত্রীবৃদ্ধযুবাবাল**—স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যুবক এবং বালক; সকল বয়সের স্ত্রীলোক ও পুরুষ।

দেখি নিত্যানন্দপ্রভু কহে ভক্তগণে—।
এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥ ৮০
অতিকাল হৈল—লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮১
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিগে ধাইয়া ॥ ৮২
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজ-গণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে ॥ ৮৩
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ-প্রসাদান্ন সভে বাঁটি খাইল ॥ ৮৪
শুনিশুনি লোকসব আসি বহির্দ্বারে।
'হরিহরি' বলি লোক কোলাহল করে ॥ ৮৫
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন ॥ ৮৬
এইমত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হৈল লোক—সভে নাচে গায় ॥ ৮৭
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণসঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ৮৮
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥ ৮৯
মূর্চ্ছিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা সভাপানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥ ৯০
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র-বস্ত্র লৈয়া ॥ ৯১
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঁই রহিলা।
আরদিন দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮০। **এইরূপে নৃত্য** ইত্যাদি—এখন যেমন দেখিতেছ, ইহার পরেও যে গ্রামে প্রভু যাইবেন, সেই গ্রামেই এইভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করিবেন, এইভাবে তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক বিকার সকল প্রকটিত হইবে এবং এই ভাবেই সেই গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবকাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইবে।

৮১। **অতিকাল**—অসময়; মধ্যাহ্ন গত; ভিক্ষার সময় অতীত। **লোক ছাড়িয়া** না যায়—লোকসকলও প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতেছে না। **সৃজিল উপায়**—আহারাদি করাইবার নিমিত্ত প্রভুকে লোকের নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়ার জন্য এক উপায় উদ্ভাবিত করিলেন।

৮২। **মধ্যাহ্ন করিতে**—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করিতে।

৮৩। **মধ্যাহ্ন করিয়া**—স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া। **দেবতা-মন্দিরে**—আলালনাথের মন্দিরে। **নিজগণ**—নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা।

৮৪। **প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন**—প্রভুর আহারের পরে যে প্রসাদান্ন অবশিষ্ট রহিল, তাহা। **সভে**—সকলে। **বাঁটি**—বণ্টন করিয়া; ভাগ করিয়া।

৮৫। **শুনি শুনি**—প্রভুর কথা একের মুখে অপরে, তাহার মুখে অপরে শুনিয়া। **বহির্দ্বারে**—আলালনাথের বাহিরের দরজায়; কপাট বন্ধ বলিয়া তাহারা ভিতরে আসিতে পারে না।

৮৬। **তবে**—বাহিরে "হরি হরি"-ধ্বনি এবং লোকের কোলাহল শুনিয়া। **করাইল মোচন**—খুলিয়া দেওয়াইলেন।

৮৭। **বৈষ্ণব হইল**—প্রভুর কৃপায় সকলেই বৈষ্ণব হইল, ভক্তিমার্গের উপাদেয়তা বুঝিয়া ভক্তিধর্ম্ম-যাজনে প্রবৃত্ত হইল।

৮৮। **গোঙাইলা**—অতিবাহিত করিলেন, প্রভু।

৯১। **বিচ্ছেদে ব্যাকুল**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল; শ্রীরাধাভাবে; অন্যথা কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ব্যাকুল হওয়ার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। **পাত্র-বস্ত্র**—জলপাত্র ও বস্ত্র (কৌপিন-বহির্ব্বাস)।

৯২। **উপবাসী**—প্রভুর বিরহ-দুঃখে তাঁহাদের আহারে রুচি ছিল না বলিয়া সকলে উপবাস করিলেন। **তাহাঁই**—সেই আলাল-নাথেই। **আর দিন**—পরের দিন।

মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নামসঙ্কীর্ত্তন॥ ৯২

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণ ইতি। হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ ইত্যাদি মাং ত্রাহি। মাং পাহি। অন্যৎ সুগমম্। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৩। **মত্তসিংহপ্রায়**—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মত্তসিংহের ন্যায় প্রেমাবেশে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু চলিলেন। প্রভু কোন্ নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন? পরবর্ত্তী "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! *** মাং (আমাকে) রক্ষ (রক্ষা কর)। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! ** মাং (আমাকে) পাহি (পালন কর)। হে রাম! হে রাঘব! হে রাম! হে রাঘব! ** মাং (আমাকে) রক্ষ (রক্ষা কর)। হে কৃষ্ণ! হে কেশব! ** মাং (আমাকে) পাহি (পালন কর)।

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! *** আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! *** আমাকে পালন কর। হে রাম! হে রাঘব! ** আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কেশব! ** আমাকে পালন কর। ৩

কৃষ্ণ—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীগোপীজনবল্লভ। **রাম! রাঘব!**—রাম এবং রাঘব বলিতে সাধারণতঃ দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্রকেই বুঝায়; রঘুবংশে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে রাঘব বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৯১।৯৩ পয়ার হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রেমাবেশে—শ্রীরাধার কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত ভাবের আবেশে—ব্যাকুল হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে চলিতে চলিতেই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি এবং "রাম রাঘব" ইত্যাদি নামগুলি কীর্ত্তন করিয়াছেন; মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণবিরহে যে সকল কথা বাহির হইতে পারে, তাঁহার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর মুখেও সেই সকল কথাই বাহির হওয়া স্বাভাবিক—অন্য কথা বাহির হওয়া সম্ভব নহে। কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নাম ব্যতীত—দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্রের, বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের নাম বাহির হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। কাজেই মনে করিতে হইবে—রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু যে "রাম" বা "রাঘব" বলিয়াছেন, এস্থলে দশরথ-তনয় তাঁহার লক্ষ্য নহে; কিম্বা তিনি যে "কেশব" বলিয়াছেন, সেস্থলেও বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ তাঁহার লক্ষ্য নহে। রাম, রাঘব, এবং কেশব এই তিনটী শব্দেই তিনি গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত তিনটী শব্দে যে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝাইতে পারে, এস্থলে তদ্রূপ অর্থ করা যাইতেছে। **রাম**—রম্-ধাতু হইতে রাম-শব্দ নিষ্পন্ন; রম্-ধাতু রমণে; রমণ করেন যিনি, তিনি রাম—রমণ—রাধারমণ, গোপিকারমণ; সুতরাং রাম-শব্দে রাধারমণ বা গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়; আর **রাঘব**—রঘ্ ধাতু হইতে রাঘব-শব্দ নিষ্পন্ন; রঘ্-ধাতু দীপ্তিতে; রাঘব অর্থ দীপ্তিমান্, জ্যোতিষ্মান্; দ্যুতিমণ্ডল, মাধুর্য্য-দ্যুতিমণ্ডল। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ক্ষিন্না-শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু যখন "রাম রাঘব পাহি মাম্" বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ ছিল:—"হে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ! তুমি আমার রমণ ছিলে; আমার মন, বুদ্ধি, দেহ—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তুমি রমিত করিয়াছিলে; তুমি আমার সঙ্গে রহঃকেলি করিয়া আমার তনুমনকে—সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে—সার্থকতা দান করিয়াছিলে। হে রাঘব! হে মধুর-দ্যুতিমণ্ডল! ক্রীড়ান্তে তোমার দেহে যে অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় মধুর-দ্যুতিরাশি বিচ্ছুরিত হইত, নয়নের ভিতর দিয়া তাহা মরমে প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তগুহায় যে এক অদ্ভুত আনন্দ-স্পন্দন জাগাইয়া দিত, তাহাতে আমার সমস্ত দেহই যেন

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে—বোল 'হরিহরি' ॥ ৯৪
সেই লোক প্রেমে মত্ত—বোলে 'হরিকৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ ॥ ৯৫
কথোদূরে বহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৬

সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥ ৯৭
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম ॥ ৯৮
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যতজন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ-তরঙ্গে প্রকম্পিত হইতে থাকিত; কিন্তু বঁধু! তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সে সমস্ত আনন্দস্মৃতি আজ যেন শতসহস্রবৃশ্চিক-দংশনবৎ যন্ত্রণা দিয়া আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমার প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; তাই তোমার চরণে এই মিনতি বঁধু, তুমি—রক্ষ মাম্—আমাকে রক্ষা কর—একবার তোমার সেই মধুর-দ্যুতিরাশি-বিচ্ছুরিত-মনঃ-প্রাণ-রমণরূপে আমার সাক্ষাতে উদিত হইয়া আমার বিরহ-তপ্ত-চিত্তকে শীতল কর, আমাকে বাঁচাও।" তারপর **কেশব**-শব্দের অর্থ; কেশব বলিতে সাধারণতঃ নারায়ণকে বুঝায়; কিন্তু এখানে অন্য অর্থ। কেশং বাতি ইতি কেশবঃ; যিনি কেশ-বন্ধন করেন, তিনি কেশব। রহঃকেলির অবসানে শ্রীরাধার কেশজাল যখন বিস্রস্ত হইয়া যায়, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে তাহা বাঁধিয়া দিয়া নিজেকে যেন কৃতার্থ মনে করেন; কেশব-শব্দে শ্রীরাধার বিস্রস্ত-কেশদামবন্ধন-রত শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন "হে কৃষ্ণ! হে কেশব! পাহি মাম্" বলিয়াছিলেন—তখন তাঁহার মনে বোধ হয় এইরূপ ভাব ছিল :—"হে আমার চিত্তাকর্ষক! নিভৃত-নিকুঞ্জে লীলাবিশেষের পরে প্রীতিভরে তুমি যে আমার বিস্রস্ত-কেশদাম বন্ধন করিয়া দিতে—হে কেশব!—তাহা কিরূপে তুমি ভুলিয়া গেলে? আমি কিন্তু তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই এবং ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই আজ তোমার বিরহে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বঁধু, একবার এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া কর, তোমার সেই প্রীতিমণ্ডিত-মূর্ত্তিখানি আমার সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া আমাকে রক্ষা কর বঁধু—পূর্ব্বে প্রীতিরসধারায় নিষিক্ত করিয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে যেমন প্রতিপালন—পরিতৃপ্ত—করিতে, কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া এখনও তাহাই কর বঁধু।"

৯৪। **এই শ্লোক**—উল্লিখিত "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-ইত্যাদি শ্লোক।

৯৫। প্রভু যাঁহাকেই পথে দেখেন, তাহাকেই বলেন—"হরি হরি বোল"। এই হরিনামোপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া তাহাতে প্রেম-সঞ্চার করেন; তাহার ফলে, সেই লোকও তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া "হরিকৃষ্ণ"-নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে—প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠায়—প্রভুর পাছে পাছে ধাবমান হয়।

৯৬। **কথোদূর বহি**—কতদূর পর্য্যন্ত এইভাবে সেই লোককে পশ্চাতে বহন করিয়া; অথবা, সেই লোকটি এইভাবে প্রভুর পাছে কতদূর পর্য্যন্ত গেলে পর। **শক্তি সঞ্চারিয়া**—কলিযুগের ধর্ম্ম নাম ও প্রেম প্রচার করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মধ্যে এমন একটী শক্তি প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, তিনি যাঁহাকে হরিনাম করিতে বলিবেন, সেই ব্যক্তিই হরিনাম করিতে করিতে প্রেমে নৃত্য করিতে থাকিবেন।

৯৮। যাঁহাকে প্রভু আলিঙ্গন দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিলেন, তিনি নিজ গ্রামের সকলকে বৈষ্ণব করিলেন।

৯৯। **গ্রামান্তর হৈতে**—অন্যগ্রাম হইতে। **তাহার দর্শন-কৃপায়**—তাঁহার (প্রভু যাঁহাকে আলিঙ্গন-দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহার) দর্শনে ও তাঁহার কৃপায়; তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া। অথবা, তাঁহার (তাঁহাকর্ত্তৃক) দর্শন-জনিত কৃপায়; তিনি দৃষ্টিদ্বারা যে কৃপাসঞ্চার করিয়াছেন, সেই কৃপার প্রভাবে। **তাঁর সম**—তাঁহার তুল্য প্রেমদান করিতে সমর্থ।

সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥ ১০০
সেই-যাই আর-গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ ॥ ১০১
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন—তারে করি আলিঙ্গন ॥ ১০২
যেইগ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেইগ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ ১০৩
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে-সব আচার্য্য হইয়া তারিলা জগত ॥ ১০৪
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৫
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ ১০৬
প্রভুরে যে ভজে—তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই-সে এ-সব লীলা সত্য করি লয় ॥ ১০৭
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১০৮
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ॥ ১০৯
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈলা স্তবন-প্রণামে ॥ ১১০
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা।
দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা ॥ ১১১
আশ্চর্য্য শুনি সবলোক আইলা দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে ॥ ১১২
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা—বোলে 'কৃষ্ণ-হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি ॥ ১১৩
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সবগ্রাম ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০২। প্রভু এইভাবে পথে চলিতেছেন, শত শত লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে; প্রভু আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই শক্তিসঞ্চার করিলেন।

১০৪। **আচার্য্য হইয়া**—গুরু বা উপদেষ্টা হইয়া।

১০৭। যে ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজন করেন, তাঁহার প্রতিই প্রভুর কৃপা হয় এবং প্রভুর কৃপা হইলেই এই সকল অলৌকিক লীলাকথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন।

১০৯। **প্রথমে কহিল** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৬ পয়ারোক্তি-অনুসারে; দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে প্রভু যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেখানে সেখানেই যাঁহারা প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন।

১১০। **কূর্ম্মস্থানে**—কূর্ম্মক্ষেত্রে; এই স্থানের বর্ত্তমান নাম "শ্রীকূর্ম্মম্"; ইহা গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। এইস্থানে ভগবানের কূর্ম্মাবতারের মন্দির আছে। **কূর্ম্ম দেখি**—কূর্ম্মাবতারের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া।

১১৩। **দর্শনে বৈষ্ণব** ইত্যাদি—প্রেমাবিষ্ট প্রভুকে দর্শন করিয়াই সকলে বৈষ্ণব হইলেন; যে কেহ প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, প্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনিই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। এইরূপ শক্তি প্রভু দক্ষিণে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই।

স্বচ্ছন্দভাবে আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি-বিতরণের সঙ্কল্প করিয়াই প্রভু এবার ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কৃপাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি প্রেম-বিতরণের জন্য উন্মুখী হইয়াই আছে, সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহারা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারে। প্রভু যখন প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার প্রেমসমুদ্র তাঁহার সমগ্র হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া সমস্ত দেহকেও যেন পরিপ্লুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে অনর্গল প্রেমধারা বহির্গত হইয়া সর্ব্বদিকে প্রবলবেগে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে; ভাগ্যক্রমে সেখানে যাঁহারা

এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥ ১১৫
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥ ১১৬
যেই গ্রামে যায়, তাহাঁ এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার॥ ১১৭
কূর্ম্ম নামে সেইগ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ ১১৮
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥ ১১৯
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল॥ ১২০
"যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥ ১২১
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন॥ ১২২
কৃপা কর মোরে প্রভু! যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে॥" ১২৩
প্রভু কহে—ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥ ১২৪
যারে দেখ—তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' এই দেশ। ১২৫
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥ ১২৬
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা॥ ১২৭
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি-স্থানে॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপস্থিত থাকেন, প্রভুর ক্রিয়োন্মুখী কৃপাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সেই বিচ্ছুরিত প্রেমধারাকে বহন করিয়া নিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে স্থাপিত করে। তখনই তাঁহারাও প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন।

১১৫। **পরম্পরায়**—একজন হইতে আর একজন, তাহা হইতে আর একজন, ইত্যাদি ক্রমে।

১১৬। কূর্ম্মদর্শন করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছিলেন (১১১ পয়ার); প্রভুর তখন বাহ্যস্মৃতি ছিল না; অনেকক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ১১১ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। মধ্যে ১১২-১১৫ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলা হইয়াছে।

১১৮। **সেইগ্রামে**—কূর্ম্মক্ষেত্রে। যে বৈদিক-ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহার নামও কূর্ম্ম।

১১৯। **সেই জল**—প্রভুর পাদধৌত জল। **বংশ সহিত**—সবংশে; সকলে।

১২১। **যেই পাদপদ্ম** ইত্যাদি—প্রভু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করেন।

১২২। **শ্লাঘ্য**—প্রশংসনীয়; ধন্য।

১২৪। **ঐছে বাত**—এইরূপ কথা। সকলকে ছাড়িয়া আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

১২৫। **তার**—উদ্ধার কর।

১২৬। **কভু না** ইত্যাদি—যদি বল গৃহে থাকিলে বিষয়ে ব্যস্ততাবশতঃ অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা হইবে না—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, বিষয়-তরঙ্গ তোমার কখনও কিছু করিতে পারিবে না; সুতরাং অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণে তোমার কোনও বাধা হইবে না, তুমি গৃহেই থাক।

১২৭। **ঐছে কহে**—ঐরূপ বলে; "প্রভু, আমি তোমার সঙ্গে যাইব"—এইরূপ কথা বলে। **করায় এই শিক্ষা**—এইরূপ (১২৪-২৬ পয়ারের অনুরূপ) শিক্ষা দেন।

১২৮। "দুই চারি স্থানে"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "এই পরিণামে"-এরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ—

কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গোসাঞি॥ ১২৯
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ১৩০
এইমত সেই রাত্রি তাহাঁই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা॥ ১৩১
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥ ১৩২
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ—সেহো কীড়াময়॥ ১৩৩
অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়॥ ১৩৪
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন॥ ১৩৫
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ১৩৬
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ১৩৭

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তাঁহারও উক্তরূপ পরিণাম হয়, অর্থাৎ যাঁহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিতেন, তাঁহাতেই শক্তি সঞ্চার করিতেন এবং তাঁহাকেই ঘরে বসিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতে বলিতেন।

১৩১। ১২৬ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। মধ্যে ১২৭-১৩০ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলা হইয়াছে। **এইমত**—১২১-১২৬ পয়ারের উক্তির অনুরূপ কথাবার্ত্তায়। **তাহাঁই**—কূর্ম্মনামক বিপ্রের গৃহে।

১৩২। প্রভু অনুব্রজি—প্রভুর অনুসরণ করিয়া; প্রভুর পাছে পাছে। **কূর্ম্ম**—কূর্ম্ম-নামক ব্রাহ্মণ।

১৩৩। গলিত কুষ্ঠ—যে কুষ্ঠরোগে সমস্ত শরীরে ঘা হইয়া যায়। **সেহো**—সেই গলিতকুষ্ঠও। **কীড়াময়**—কীটে (বা পোকায়) পরিপূর্ণ।

১৩৪। কীড়া—কীট। **খসিয়া পড়য়**—কুষ্ঠের ক্ষতস্থান হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়। **সেই ঠাঁয়**—সেই স্থানে, সেই ক্ষতস্থানে।

কীটগুলি কুষ্ঠের ক্ষতের মধ্যেই জন্মিয়াছে, সেই স্থানেই পরিপুষ্ট হইয়াছে; সুতরাং সেই স্থানেই তাহারা সুখে থাকিতে পারিবে এবং মাটীতে পড়িয়া থাকিলে শীঘ্রই মরিয়া যাইবে মনে করিয়া—তাহারা মাটীতে পড়িয়া গেলেও, বাসুদেব তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া নিজের দেহে কুষ্ঠক্ষতের মধ্যে বসাইয়া দিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—নিজদেহের প্রতি এই বাসুদেবের বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ ছিল না; তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও পোকাগুলিকে নিজ দেহের ক্ষতে তুলিয়া দিয়া নিজের যন্ত্রণা বৃদ্ধির যোগাড় করিয়া দিতেন না। বস্তুতঃ যিনি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, দেহের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও থাকে না, দেহের সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না।

১৩৫। বাসুদেব রাত্রিকালে শুনিতে পাইলেন, কূর্ম্মবিপ্রের গৃহে প্রভু আসিয়াছেন; তাই প্রাতঃকালেই তিনি প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কূর্ম্মের গৃহে আসিলেন।

১৩৬। শুনি প্রভুর গমন—বাসুদেবের আসার পূর্ব্বেই যে প্রভু চলিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিয়া। **ভূমিতে** ইত্যাদি—বাসুদেব ছিলেন ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত; তাই প্রভুর দর্শনের পূর্ব্বেই প্রভুর প্রতি তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিকী গতি এত বেশী অগ্রসর হইয়াছিল যে, প্রভুর দর্শন না পাইয়া দুঃখাতিশয্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

১৩৭। বিলাপ—ইত্যাদি—প্রভুর দর্শন পাইলেন না বলিয়া দুঃখে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; নিজের কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের জন্য নহে (পরবর্ত্তী ১৪২ পয়ার হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়)। **সেইক্ষণে** ইত্যাদি—বাসুদেব যখন বিলাপ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই প্রভু আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দসহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৩৮
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন ॥ ১৩৯
বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়!।
জীবে এই গুণ নাহি,—তোমাতেই হয় ॥ ১৪০
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ' তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ১৪১
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ ১৪২
প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণকৃষ্ণ নাম ॥ ১৪৩
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥ ১৪৪
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রভু তো পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন; কোথা হইতে এখন আসিয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন? উত্তর—অন্য কোনও স্থান হইতে প্রভু আসেন নাই; তিনি স্বয়ং ভগবান্, তাই তিনি বিভু, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বাসুদেবের উৎকণ্ঠা ও আর্ত্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি—আবির্ভাবরূপে সেস্থানে আত্মপ্রকট করিলেন—আবির্ভূত হইলেন।

১৩৮। আলিঙ্গন দ্বারা তাঁহাকে প্রভুর স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাসুদেবের কুষ্ঠযন্ত্রণা দূর হইল, কুষ্ঠরোগও দূরীভূত হইল; তাঁহার শরীর আবার বেশ সুন্দর হইয়া উঠিল। প্রভু এস্থলে অলৌকিকী শক্তি প্রকাশ করিলেন।

১৪০। **এই গুণ**—আমার মত গলিত-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত লোককেও অম্লানবদনে আলিঙ্গন করার মতন করুণা-গুণ। প্রভুর এই গুণের কথা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৪১। পামর-জনও আমাকে দেখিয়া, আমার গলিতকুষ্ঠের গন্ধে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর হইয়াও আমাকে আলিঙ্গন করিলে। তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়াই এইরূপ করিয়াছ; কারণ, তুমি স্বয়ং ভগবান; জীব-নিস্তারই তোমার স্বভাব; তুমি স্বতন্ত্র বলিয়া পাত্রাপাত্র বিচারেরও তোমার প্রয়োজন নাই; তুমি পতিতপাবন, পতিতকেই তোমার অধিক দয়া; আমি পতিত বলিয়াই ঘৃণিত অস্পৃশ্য আমাকেও তুমি আলিঙ্গন করিতে ইতস্ততঃ কর নাই। পতিতের প্রতি এইরূপ করুণা একমাত্র তোমাতেই সম্ভব, জীবে সম্ভব নহে।

১৪২। রোগ দূরীভূত হওয়ায়, দেহও সুন্দর হওয়ায়, দেহাভিমান আসিয়া পড়িবে বলিয়া এবং দেহাভিমান আসিয়া পড়িলে তাঁহার ভজনের বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া বাসুদেব আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িলেন।

১৪৩। প্রভু বলিলেন—"না, কখনও তোমার দেহাভিমান জন্মিবে না; তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া নামকীর্ত্তন করিবে।" (অর্থাৎ, তুমি সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলেই আর দেহাভিমান আসিতে পারিবে না)।

অথবা—প্রভু বলিলেন—"যেহেতু তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছ; তাই কখনও তোমার দেহাভিমান জন্মিবে না।"

অথবা—প্রভু বলিলেন—"আমার কৃপায় তোমার দেহাভিমান জন্মিবে না; তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে।"

১৪৪। প্রভু আরও বলিলেন—"নিজে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে এবং অন্যান্যকে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া সকলকে উদ্ধার করিবে; কৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবেন।"

১৪৫। **কৈলা অন্তর্দ্ধানে**—অন্তর্হিত হইলেন; অদৃশ্য হইলেন। **দুই বিপ্রে**—কূর্ম্ম ও বাসুদেব এই দুই বিপ্র।

বাসুদেব-উদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপদ' হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৪৬
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম দরশন বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৪৭
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলাশ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥ ১৪৮
চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি—যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৪৯
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ!।
তোমাসভার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-
গমনে বাসুদেবোদ্ধারো নাম
সপ্তমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৬। **বাসুদেবামৃতপদ**—বাসুদেব-নামক বিপ্রের সম্বন্ধে অমৃততুল্য হইয়াছে যাঁহার পদ (চরণ)। অমৃত যেমন সকল রোগ দূর করে, যে শ্রীচৈতন্যের চরণ সেইরূপ বাসুদেবের সকল রোগ দূর করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যের একটী নাম ঐ কারণে বাসুদেবামৃতপদ।

'বাসুদেবামৃতপ্রদ' এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—বাসুদেব-নামক বিপ্রকে (রোগশান্তির নিমিত্ত) অমৃত প্রদান করিয়াছেন যিনি। অথবা, অমৃত শব্দে "মৃত বা মৃত্যু" নাই যাঁহার, সেই স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়; অথবা "অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার" বাক্যে প্রভু বাসুদেবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি নির্দ্ধারিত বা সুনিশ্চিত করিয়া দিলেন বলিয়াও তাঁহাকে বাসুদেবামৃতপ্রদ (বাসুদেবকে অমৃতরসময় শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়াছেন যিনি) বলা যায়।

১৪৭। **কূর্ম্ম-দরশন**—কূর্ম্ম-অবতারের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। **বাসুদেব-বিমোচন**—বাসুদেবনামক বিপ্রকে গলিত কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিদান।

১৪৯। **যেই মহান্তের** ইত্যাদি—মহাপুরুষদের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই লিখিয়াছি।

১৫০। প্রভুর আলিঙ্গন মাত্রেই বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠ অন্তর্হিত হইয়া গেল; ইহা এক অলৌকিক ব্যাপার; যুক্তিতর্কদ্বারা ইহার সম্ভাব্যতা কাহাকেও বুঝান যায় না। যাঁহারা অলৌকিক-শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিবেন না। হয়তো বলিবেন—গ্রন্থকার স্বীয় আরাধ্যদেব শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মহিমা বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই আলিঙ্গনদ্বারা গলিত কুষ্ঠরোগ মুক্তির এক উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—ইহা আমার কল্পিত উপাখ্যান নহে; শ্রীপাদ রঘুনাথদাসগোস্বামীর ন্যায় মহান্তদিগের নিকটে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আমি লিখিয়াছি; তাঁহারা মিথ্যা কথা বলেন নাই, ইহাও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।"

এই পরিচ্ছেদের বর্ণনা হইতে জানা যায়—যে কেহ প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন, তিনিই দর্শনমাত্রেই প্রেমলাভ করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রভুকর্ত্তৃক সঞ্চারিত কৃপাশক্তির প্রভাবে প্রেমদান-বিষয়ে তিনিও যেন প্রভুর তুল্যই হইয়াছিলেন। মুণ্ডকোপনিষদও একথাই বলিয়াছেন। সদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩॥ ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।